রাজপথে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন জাতি গড়ার কারিগররা: শিক্ষকদের অমানবিক জীবনযুদ্ধ আর কত?

মুহাম্মদ ওমর ফারুক

প্রকাশিত: ০৯:৫১, ১৪ অক্টোবর ২০২৫; আপডেট: ০৯:৫৭, ১৪ অক্টোবর ২০২৫

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বর্তমান আন্দোলনটি কেবল কয়েকটি আর্থিক সুবিধার দাবি নয়; বরং এটি তাঁদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং চরম অমানবিক জীবনযাপনের করুণ চিত্র তুলে ধরছে।

শিক্ষকতা পেশা ঐতিহাসিকভাবেই মর্যাদার হলেও, এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা বর্তমানে যে সামান্য ভাতা ও সুবিধা পান, তা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় এতটাই নগণ্য যে তা তাঁদের জীবনকে আর্থিক দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

শিক্ষকরা বর্তমানে যে বাড়িভাড়া পান, বিশেষ করে রাজধানী বা অন্যান্য শহরাঞ্চলে, তা একটি সাধারণ বাসা ভাড়া করার জন্য

একেবারেই অপ্রতুল। তাঁদের মূল বেতনের একটি বড় অংশ বাসা ভাড়াতেই চলে যায়, ফলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

একই সঙ্গে, নামমাত্র চিকিৎসা ভাতা বর্তমান ব্যয়বহুল চিকিৎসা ব্যবস্থার সামনে দাঁড়াতে পারে না। গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে বা বার্ধক্যে এই অপ্রতুল ভাতা শিক্ষকদের অসহায় করে তোলে এবং মানসম্মত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে।

এই বৈষম্য এমন এক সময়ে চলছে, যখন শিক্ষকদের ওপর মানসম্মত শিক্ষাদানের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। যাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তুলছেন, সেই 'জাতি গড়ার কারিগরদের' যখন নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামতে হয়, তখন তাঁদের পেশার

মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। গত রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি এই অমানবিক পরিস্থিতিকে আরও স্পষ্ট করেছে।

দাবি জানাতে গিয়ে শিক্ষকদের ওপর পুলিশি ধস্তাধস্তি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মতো ঘটনা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি ও মানসিক চাপ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েও শিক্ষকরা শহীদ মিনার থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে, এই আন্দোলন তাঁদের জন্য নিছক দাবি আদায়ের সংগ্রাম নয়, বরং বেঁচে থাকার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা।

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের নেতারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ও কর্মচারীদের উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কর্মবিরতি ও পরবর্তী কর্মসূচি চলবে।